

এখন, পূর্বকাল এবং অন্তহীন আগামী সাতকাহন : লোককথার ভবিষ্যত

সাম্পান চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্তসার : মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তার রূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। পরম্পরার ধারাটি কিন্তু শত বদলের পরেও নিজে টিকিয়ে রাখে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সংরূপের নানা নতুন মাত্রা যোগ করে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লোককথার জনপ্রিয়তম রূপ রূপকথা বা ভাবার্থে ফেয়ারি টেল এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আধুনিক লিখিত মৌখিক সাহিত্যের উপকরণ হয়ে অথবা মিডিয়া ও কমিউনিকেশনের মাধ্যম হয়ে রূপকথার নানা মাত্রাকে ধরতে চাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিগৃহীত হলেও মূল ভাববস্তুর কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, সে প্রশ্নও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ যখন পূর্ণেন্দু পত্নী চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় সিনেমা করলেন তখন তার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করলেন ‘একালের স্বপ্ন নিয়ে রূপকথা’ নামক কথাবন্ধটি। একেবারে সমসাময়িক কালের গেম অফ থ্রোন, মারভেল কমিক্স সিরিজ অথবা স্টার ওয়ার্স সাগা-তে এসে যার অধুনা প্রচলিত নবতর পরিসমাপ্তি। লোকসাহিত্যের ধারা যে অবিনাশী, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করতে চেয়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সূচক শব্দ : লোককথা ও রূপকথা, পরিগ্রহণ, জাদুবাস্তবতা, কল্পবিজ্ঞান, সিনেমা-সিরিজ, মৌখিক সাহিত্য

বাংলায় যা রূপকথা নামে পরিচিত; আর ইংরেজি ভাষায় ‘Fairy Tale’ দুই-ই এক অর্থ বহন করে না। ‘ফেয়ারি’ বা ‘পরী’র উপস্থিতি বাংলা লোককথায় কখনোই তেমন প্রকাশ্য নয়, তবে সংরূপগত সমার্থক এক ধারণায় লোককথার এই বিশেষ জনপ্রিয় প্রকরণটিকে মিলিয়ে পড়াই দস্তুর। রূপকথা আসলে মৌখিক পরম্পরায় ধারাবাহিক ইতিহাসে অপরূপ, সৌন্দর্যময়, নান্দনিক জীবনপ্রকাশ যার একমাত্র শর্ত, শত বিপত্তির পরেও পরিণতি মিলনাত্মক। সর্বকালের, সর্বসময়ের নিরন্তর চলনে নায়ক-নায়িকার মধুর মিলনের শর্তে, তাই কোনো নির্দিষ্ট সময় মাপের ছক চলে না। অধিকাংশ রূপকথাই শুরু হয় সময়প্রবাহের মাঝখান থেকে; সাল তারিখের ছক যেখানে বাহুল্য। ‘এক দেশে এক রাজা ছিল’ থেকে গল্পে বয়ে চলে ‘তারপর তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকল’ অবধি সময়ের দাবি মেনেই, আবার সময়ের খুঁটিনাটি হিসেবে না পড়ে। রাজকন্যা, রাজপুত্রের মিল হয়েছে, ব্যাস, ‘আমার কথাটি ফুরুল, নটে গাছটি মুড়োলো।’ অর্থাৎ রূপকথা, এমন একটি প্রকরণ যার শেষ, অনিশেষ। তাই অনিশেষ আবহমানের শর্তেই রূপকথা জন্ম হতে থাকে, ভাবলক্ষণ সৃজিত হতে থাকে, পুনরপি আত্মপ্রকাশও ঘটতে থাকে। রূপকথার শেষ হয় না, তাই তার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে বদল থাকতে পারে, কিন্তু লয় নেই।

লোককথা, আমরা জানি, বারবার বলা হয়। নতুন রূপে পুরনো কাঠামোয় তা পরিবেশিত হতে থাকে। একেবারে আধুনিক সময়ে মিডিয়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং উন্নত টেকনোলজি ও যন্ত্রপাতি আমাদের নাগরিক জীবনকে এতদূর প্রভাবিত করেছে যে লোককথা পরিবেশনের সেই আদিম নৃতাত্ত্বিক পরিবেশ এখন সুদূর পরাহত। প্রাচীনতম লোককাহিনি হল মিথ। আদিম মানুষ, সভ্যতা বিবর্তনের স্তরে তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বের নানা অ-ব্যখ্যাত ঘটনার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলো, সেগুলোই মৌখিক লোককথা হিসেবে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে এসেছিল। অবশ্যই এ ধরনের গল্পে বাস্তব, কল্পনা, বিজ্ঞানকে না জানার জন্য অতিলৌকিকের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ছিল বেশি কিন্তু, তাতে বন্যবর্বর অবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধ হোমো সেপিয়েন্সরা অজানার সঙ্গে লড়াই করার, প্রাকৃতিক নানা অবাধ করা ঘটনার একটা কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারত।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বলয়ের সংখ্যাভীত মিথকথা গড়ে উঠেছিল এভাবেই। ‘গ্রহণ কেন হয়? —না, একটা রাক্ষস গিলে ফেলে চন্দ্র-সূর্যকে; গোখরোর মাথায় ও কিসের চিহ্ন? —না, কোনো এক দেবতা ওর মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন; বাজ পড়ে কি করে? —না, আকাশের দেবতা রাগ করে মানুষকে শাস্তি দেবার জন্য ঐ আগুন ছুঁড়ে মারেন।’^{১৭}

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈবশক্তির গুরুত্ব এবং তৎসম্মিহিত ভাবনার বদল হতে শুরু করল। দেবতার ভূমিকা বদল হয়ে তৈরি হল ‘টেল’ বা লোককথা এবং তার অজস্র ভাগ, উপকথা, নীতিকথা, পশুকথা, রূপকথা ইত্যাদি। ‘Telling’-এর পুনঃপ্রয়োগে ‘retelling’ হতে হতে কথা পৌঁছালো সমসময়ে। সিনেমা, বই, অডিও সিরিজ, কমিকস অথবা কম্পিউটার গেমস সবেতেই এই পুনঃকথন পর্ব চলল এবং চলছে। কখনো রূপকথার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গঠনআঙ্গিক, কাঠামো, কখনো বা চরিত্র উপকরণ অথবা রূপকথার মূল ভাবসুরকে অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে নতুন যুগের রূপকথা। একেবারে অধুনা সময়ে প্রযুক্তির খাসদুনিয়ায় ফিরে ফিরে এসেছে যাদুবস্তু, পৌরাণিক যুদ্ধ পরিস্থিতি, মার্ভেল কমিকস হ্যারি পটারের দুনিয়া অথবা গ্রিক মিথ অনুসরণে কাহিনি নির্মাণ।

রূপকথার আদল বা কাঠামোকে অটুট রেখে ছোটবেলায় বয়স্ক অভিভাবকদের কাছে শোনা কাহিনিকে মৌলিক শিশুপাঠ্য কাহিনিতে রূপান্তর করার ধারা বাংলা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক মহারথীদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। হান্স অ্যান্ডারসনের লেখা তার মধ্যে অন্যতম। ডেনমার্কের বাসিন্দা হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন (১৮০৫-১৮৭৫)-কে লেখক হিসাবে সবচেয়ে বেশি মনে রাখা হয়েছে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক রূপকথার জন্য। গুগল উইকিপিডিয়া সেই লেখাগুলোর নাম দিয়েছে ‘Modern Fairy Tales’।^{১৮} ‘The Little Mermaid’, ‘Thumbalina’, ‘The Princess and the Pea’ অথবা ‘The emperor’s new clothes’-এর কাহিনি কাঠামো অনেক সময়েই গ্রীম ভাইদের সংগৃহীত লোককথাগুলির সঙ্গে মিলে গেছে, কখনো বা স্বয়ং অ্যান্ডারসন সৃষ্টি করেছেন তাঁদের। খেয়াল করলে বোঝা যায়, রূপকথার সরল চলন, নায়কের অভিযান, রাজকন্যার অপেক্ষা অথবা রাক্ষস-খোঁকসদের ভিন্ন সংস্কৃতির অভিযোজন ছাড়াও নবকলেবরে মৌলিক লেখক দ্বারা সৃজিত রূপকথার নীতিশিক্ষার আদল হল অন্যরকম। নাওরা কুৎসিত এবং হাঁস সমাজে অনাদৃত হাঁসছানাটি ক্রমাগত বিদ্রুপে যখন ক্রমশ বিষন্নতার ও একাকিত্বের আঁধারে ডুবে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই যেন পরীর যাদুকাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ বদলে গেল তার চারপাশের বাস্তব। একেবারে অধুনাকালে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে শারীরিক আকার প্রকার নিয়ে ব্যঙ্গ করার বিরুদ্ধে বা ‘Body Shaming’-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলেছে, প্রায় দেড়শো বছর আগে রূপকথার সান্নিধ্যে একই কথা বলেছেন অ্যান্ডারসন। নব রূপকথা তো এভাবেই তৈরি হয়।

এ ধারায় বাংলার তরফে চমৎকার সংযোজন হতে পারেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর শিশুসাহিত্যের সম্ভার মৌলিক, কিন্তু কাঠামোটি বাংলা লোককথার রূপ নিম্নাত। লোকগল্পের নীতিশিক্ষার ওপারে যে আনন্দময় রসাবেদন, তা ‘টুনটুনির বই’ (১৯১০) খেয়াল করলেই স্পষ্ট হবে। গল্পগুলির মূল নিহিত আছে লোকায়ত চেতনার ধারাবাহিক ‘কথা’-র মধ্যে, অথচ গল্পের ভঙ্গি, ভাষা ও কথনভঙ্গী শিশুতোষ। সুতরাং বিশ শতক, জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়ের লক্ষ্যেই হোক, অথবা শিশুদের গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনেই হোক, পুনর্নির্মাণ করল প্রাচীন সেই লোককথা বা রূপকথার লক্ষণকেই। ‘এই দিক থেকে বিচার করলে টুনটুনির বই-কে লোকবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে লোক-সাহিত্য বলতে বাধা নেই, যার ভিতর আদিম লোকসমাজ আমাদের আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করে আছে।’^{১৯} লুইস ক্যারল (১৮৩২-১৮৯৮)-এর অ্যালিস-এর আশ্চর্য জগতের সন্ধান যেমন দিয়েছিলেন, সেই আধাকল্পনা ও অতিবাস্তবের জগতকে টপকে লোককথার মডেলে ভর করে আমরা পৌঁছোলাম নতুন দুনিয়ায়। আধুনিক যাদুবাস্তবতায়। উপকথা, লোককাহিনী এবং মিথ-কে সমসাময়িক সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায় নিয়ে আসে যাদুবাস্তবতা। এই বিষয়ধারার সাহিত্যে চরিত্ররা নায়ক বা পরী নন, তারা সাধারণ মানুষ কিন্তু অসাধারণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং জীবনকে রূপকথাময় করে তোলা তাদের কাজ। বাস্তব জগতে থেকেও কল্পনার বুননে রূপকথার অজানিত বিস্ময়ের চর্চা প্রকৃতপক্ষে এই ধারা সাহিত্যকে রাজনৈতিক সমালোচনার শক্তিশালী হাতিয়ার করে তোলে। ইয়ান

মার্টেল (১৯৬৩)-এর বুকার পুরস্কার জেতা বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'লাইফ অফ পাই'; আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার। ২০০১ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটিতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলে এক চিড়িয়াখানা রক্ষকের পুত্র 'পাই'-এর কথা জানা যায়, যে প্রাথমিকভাবে একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ। জীবনের অভিজ্ঞতায় তার এই বিশ্বাস পরীক্ষিত হয় বারবার যখন সে একলা সমুদ্রে জাহাজ দুর্ঘটনায় তার পুরো পরিবারকে হারায় এবং একটি লাইফ বোট আটকে পড়ে। তার সঙ্গে আটকে পড়ে একটি জেব্রা, একটি হায়না, একটি ওরাং-ওটাং এবং একটি বাঘ; রিচার্ড পার্কার। স্বাধীনতা, ঈশ্বর এবং তীব্রতম ভয়কে যুঝতে যুঝতে পাই এক নতুনতর জীবনসত্যের উপলব্ধি স্তরে পৌঁছায়, বিনোদন এবং অনুপ্রেরণায় বাণিজ্যসফল সিনেমা হিসেবে বহুজন নন্দিতও হয়।^৪ লোককথার নানা উপকরণ বা পশুচরিত্র, আধিদৈবিক বা অতিলৌকিক কেমন করে সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় সিনেমার বিষয় হয়ে উঠেছে, তার আরো একটি পরিচিত উপকরণ 'দি ক্রনিকল অফ নার্নিয়া' নামক সিনেমাটি। 'দি ক্রনিকল অফ নার্নিয়া' ২০০৫ সালে প্রকাশিত একটি ফ্যান্টাসি সিরিজ যেটি সি. এস. লুইস-এর লেখা সমন্বীত উপন্যাসটি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ক্রমানুসারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসটির সাতটি সিরিজ রয়েছে যেখানে নার্নিয়া নামের এক কাল্পনিক দেশ এবং লন্ডনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বোমা হামলার প্রেক্ষাপটটি পাশাপাশি অবস্থিত। চার ইংরেজ ভাইবোনকে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে দূরে এক খামার বাড়িতে পাঠানো হয়। যেখানে তারা নিরাপদে থাকবে। ভাইবোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ লুসি একদিন একটি পোশাক খুঁজে পায় যা তাকে এবং অন্যদেরও নার্নিয়া নামক এক যাদুজগতে নিয়ে যায়। এরপর সম্পূর্ণ সিরিজের সাতটি পর্বই ফ্যান্টাসি ও কল্পজগতের নানা রকমফেরের সঙ্গে মিশে থাকে নানা যাদুবস্তু, পৌরাণিক বা মিথ আশ্রয়ী উপকরণ। কথা বলা পশু, ডাইনি বা white witch, প্রেতলোকের নানা অতিলৌকিক প্রাণী, সাহায্যকারী প্রাকৃতিক শক্তি—যেমন উদ্ভিদ জগত, জল, এবং আসলান নামে একটি সিংহ। রূপকথা ও ফেয়ারি টেল-এর জগত যেমন বিপরীত অর্থে সাদা বা কালো, ভালো বা মন্দের আধারে বিভক্ত, রাজপুত্র-রাজকন্যারা যেমন সেখানেও অভিযানে রওনা হয় এবং শেষে মন্দের পরাজয় হয়; আধুনিকতম জনপ্রিয়তম সেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক মূল্যবোধটিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এই সিনেমাটিতে। লোকসাহিত্য প্রকাশভঙ্গি ও রূপ বদলায়, কিন্তু তা অনিঃশেষ। আধুনিক বিভিন্ন রূপে উপস্থাপনাই তার প্রমাণ।^৫

সায়েন্স ফিকশন গল্পের কাহিনি সাধারণত অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে স্থিত হয় কিন্তু বহুক্ষেত্রেই জনপ্রিয় এই কাহিনিগুলিতে চলাচল করতে থাকে অতীত ও ভবিষ্যত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা জে. কে. রাউলিং-এর লেখা হ্যারি পটার সিরিজটির কথা। উপন্যাসগুলি একটি তরুণ যাদুকর হ্যারি পটার, তার দুই বন্ধু হারমিওনে গ্রেঞ্জার এবং রন ওয়েলেসলির জীবনকে বর্ণনা করে, যারা সবাই হগওয়ার্ড স্কুল অফ উইটএন্ডম্যাগিক অ্যান্ড উইজার্ডির ছাত্র।^৬ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে এবং রূপকথার গল্প যাদু নিয়ে কাজ করে। হ্যারি পটার সিরিজটি এমন একটি গল্প যা রূপকথার ঐতিহ্যগত উপাদানগুলিকে নিয়ে এগিয়ে চলে এবং আধুনিক সময়ে সেট করা গল্পে ক্লাসিক সাহিত্যের অনন্য মোড় যোগ করে।

রাউলিং তার কাহিনির অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করেছেন পুরানো কেল্টিক এবং ব্রিটিশ লোককাহিনি এবং প্রাচীন উপকথা। মিশরীয়, গ্রিক এবং রোমান পুরাণ থেকেও উপাদান নিয়েছেন রাউলিং। লোককথার বা লোকপুরাণের টাইপ চরিত্রগুলির মধ্যে বিখ্যাত চারটি চরিত্রের উপস্থিতি তার প্রমাণ। ফিনিক্স, হিপোগ্রিক, সারবেরাস এবং নাগিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্টিথ থমসন তাঁর 'মোটیف ইনডেকস অব ফোক-লিটারেচার' গ্রন্থে মোটিফের যে বিস্তৃত তালিকা করেছিলেন, তাতে একাধিক সারণীতে অদ্ভুত জীবজন্তু এবং তাদের উপস্থিতিতে গল্পের গতি ও মোড় নিয়ন্ত্রণ হবার কথা আছে। এ. লোকপুরাণ (১৭০০-২১৯৯)-এ জীবজন্তুর সৃষ্টি, বি. জীবজন্তু (বি০ বি৯৯)-এ লোকপৌরাণিক জীবজন্তু, এফ. অসাধ্য সাধন (এফ ২০০ এফ ৬৯৯)-এ বিচিত্র প্রাণী-এ সবই আসলে সেই মোটিফভুক্ত গল্পের সারণী যেখানে, বিচিত্র পৌরাণিক প্রাণীরা লোকগল্পের গতিমোড় নির্ধারণ করে অথবা প্রভাবিত করে।^৭ হ্যারি পটারের গল্পে হগওয়ার্ডস-এর অধ্যক্ষ

ডাম্বলডোর-এর পোষ্যটি ছিল পুরাকথার ফিনিক্স; যে পাখিটি পাঁচশো বছর বাঁচার পর নিজের ইচ্ছায় মারা যায় এবং নিজে নিজেই পুনর্জীবন লাভ করে। পটারের গল্পে ঠিক সময়ে এসে নাগের আক্রমণ থেকে হ্যারি ও তার বন্ধুকে উদ্ধার করে ফিনিক্স। সাহায্য করে তাদের। ফিনিক্সের চোখের জল শুশ্রুষাময়, বেঁচে ওঠে হ্যারির বন্ধু জিনি। ঠিক তেমনি, গ্রিক পুরাকথা অনুযায়ী সারবেরাস একটি তিনমাথা বিশিষ্ট ভয়াবহ কুকুর যে পাতাললোকের প্রহরী। মৃত মানুষদের জীবন্ত জগত থেকে রক্ষা করা তার কাজ। পটার সিরিজের সিনেমায় তাকে ঠিক একই ভূমিকায় গুপ্তসত্য রক্ষার জন্য মাটির নীচে যে ঘর, তার প্রহরী হিসেবে দেখা যায়। এরপরে আসা যাক হিপোগ্রিফ-এর কথা। হিপোগ্রিফ, গ্রিক পুরাকথা অনুযায়ী ঈগল এবং ঘোড়ার মিশ্রণে তৈরি হওয়া ডানাবিশিষ্ট ত্রুর প্রাণী। হ্যারি পটারের ছবিতে তার পিঠে চড়ে হ্যারিকে আমরা আকাশে উড়তে দেখেছি। এ ঘটনার সাদৃশ্য দু-একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হল, রূপকথার পক্ষীরাজের সঙ্গে এই পুরাকথার প্রাণীটির যোগ এবং সঙ্গে এই সত্যটিকে মনে রাখতে হবে যে পক্ষীরাজ তার পছন্দের নির্বাচিত নায়কটির সঙ্গেই আকাশপথে অভিযান করে, যে কেউ তার বন্ধা ধরতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সব থেকে শেষে উল্লেখযোগ্য, সিনেমাটিতে মুখ্য ভূমিকায় খল চরিত্র হিসাবে থাকা নাগিনী বা অজগর প্রজাতির কুখ্যাত সাপটির কথা। শুধু লোককথা বা রূপকথা নয়, লোকসাহিত্যের অন্যান্য সমস্ত প্রকরণগুলির মধ্যেই সর্পসংস্কৃতি বা নাগিনীর উপস্থিতি খুব সদর্থক ইঙ্গিত বয়ে আনে না। হ্যারি পটার সিরিজটিতে হ্যারি ও তার স্কুল হগওয়ার্ডসের ওপর বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসে যে খলনায়ক চরিত্রটির হাত ধরে, তার নাম লর্ড ভলডামোর্ট। ভলডামোর্টের প্রাণ দেহের বাইরে থাকে, যেমন থাকতো বাংলার রূপকথায় রাক্ষসীদের প্রাণ দেহের বাইরে। সাতটি আলাদা আলাদা জায়গায় রাখা সেই প্রাণের ভগ্নাংশগুলি ধ্বংস করতে করতে সবশেষে নাগিনীকে ধ্বংস করা হয়ে ওঠে প্রয়োজনীয়। কারণ ক্ষতিসাধক লর্ড ভলডামোর্টের সহকারী শয়তানের বাহন ওই নাগিনী-টিই। এ কথা আর আলাদা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা রূপকথার দুটি অত্যন্ত পরিচিত মোটিফ; দেহের বাইরে প্রাণ এবং রাক্ষসের ভূমিকায় সাপ দুটি উপাদানই জনপ্রিয় এই সিরিজের কল্পবিজ্ঞান ও পুরাকথার মিশেলে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক প্রকাশকে পরিচালিত করেছে। রূপকথার সাপ কেবল টোটেম নয়, উর্বরতা, ধনসম্পদ, জ্ঞান, প্রাণ, সর্বশ্রীমন্ডিত রাজকন্যা অথবা শ্রীহারী রাক্ষসপুরী—সব কিছুই রক্ষক।^৮ সুতরাং লোক-ঐতিহ্য অনুযায়ী সাপ সবসময়েই সাদা ও কালো দুই ভূমিকাতেই প্রাজ্ঞ। পটার সিরিজে ‘চেম্বার অফ সিক্রেটস’—গল্পটিতে মনে পড়বে হগওয়ার্ডসের গুপ্ত কুঠুরিতে ভলডামোর্ট সম্পর্কিত সেই জীবনীগ্রন্থটিও রক্ষা করত একটি বিশাল নাগ। পুরাকথায় এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বাসিলিস্ক-এর। ইউরোপীয় মধ্যযুগের লোকসাহিত্য বা প্রাচীন গ্রিক পুরাণ একে চিহ্নিত করেছিল হাইড্রা নামে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর বাসিলিস্ক তীব্র বিষধর এবং ক্ষতিকর সর্পরাজের তকমা পায়। “In modern days it Allies to the dragon-like form of the wyvern, a erected head barbed tongue, and shake like tail. The folklore concerned him, present it, looking uncommonly fierce.”^৯

তাহলে নতুন পরিগ্রহণে পুরানো রূপকথাকে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখার এই পরিসরে বদল হল প্রচলিত রূপকথার নানা আপ্তবাক্য। চরিত্র চিত্রণে এল বদল। দেখা গেল, সমস্ত মেয়েরাই রাজকুমারী নয় এবং রাজকুমারী যারা তারাও সব সময় রূপকথার ধারা অনুসরণে কোমল পুতুল প্রকৃতির নয়। তারা আর অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়; স্বয়ংসম্পূর্ণ। রূপকথার প্রধানতম লক্ষণ যে টাইপ চরিত্র চিত্রণ অর্থাৎ চরিত্রেরা হয় ভালো, নয় মন্দ তার পাশাপাশি এমন কিছু নতুন চরিত্র পাওয়া গেল যারা ধূসর, মনোজগতের জটিলতায় তারা কখনো ভালো, কখনো বা মন্দ; এককথায় আধুনিক। তাই নবকলেবরে রূপকথাকে মেনে নিতে গেলেই সন্দেহপ্রবণ এবং সমালোচক পাঠক মনে হয় এইরূপ-ই কি আসল বা প্রামাণ্য? আসলে, আসল বা নকল নয়, আধুনিক রূপকথার সময় পরীক্ষা করার শর্তসহ ব্যবহারিক। তা আসলে আমাদের এক বোধকে জাগ্রত করে; ভালো ও মন্দ, অপরাধ ও শাস্তি, দ্বন্দ্ব ও আকাঙ্ক্ষা, জীবনের মান ও নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৌলিক, মানবিক মূল্যবোধ শেখায়। রূপকথার নিরবধিতা আমাদের বহুকাল আগে থেকে বহুদূরের এক ভবিষ্যৎ সভ্যতার ভূমিতে নিয়ে যায়। তা আবহমান এবং অন্তহীন।

শেষ করা যাক, ২০০৯ সালে প্রকাশিত জেমস ক্যামেরন পরিচালিত বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের ছবি ‘অ্যাভাটার’ বা ‘অবতার’ দিয়ে। শিকড়ের টানে ফেরা, আদিমকে ওতপ্রোত জড়িয়ে, পরিবেশকে ও জীবনের মতো সমান সম্মান দিয়ে বাঁচার গল্প বর্ণিত হয়েছে সিনেমাটিতে। সিনেমাটি প্রস্তাবিত হয়েছে কাল্পনিক ২১৫৪ সালে, যেখানে মানবসম্পদের অতিরিক্ত ক্ষয় হয়েছে, পরিবেশগত পতন ও ধ্বংসের মুখোমুখি মানবসভ্যতা। পৃথিবীর বাইরে নতুন একটি গ্রহ, প্যাণ্ডোরা আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে বসবাস ও জীবন মানবসদৃশ। তারা হিউম্যানয়েড কিন্তু প্রকৃতিনিষ্ঠ। সভ্যতা, শেষপর্যন্ত প্রকৃতি ও মানবের সহাবস্থানেই এগোবে, একে অন্যকে ধ্বংস করে বা অন্যায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নয়; তা প্রমাণিত হয় কাহিনির শেষে যেখানে মানব সভ্যতার প্রতিনিধি জ্যাক সুলি স্থায়ীভাবে নাভি বা নাউয়ি বা স্থানীয় নেটিভ প্যাণ্ডোরাবাসীর সঙ্গে যোগ দেয়। এমন বিকল্প পৃথিবীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে মানুষ ফিরে আসে বিবর্তনের সেই স্তরে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজির কৃত্রিম বাজার নয়, প্রকৃতির ডাক ও আশ্রয়ই শেষ কথা। বিপুল বাজেটের এবং বিপুল জনপ্রিয় এই সায়েন্স ফিকশনের অনুপ্রেরণা কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতি। ক্যামেরন নিজেই জানাচ্ছেন, ডাম্প উইথ উলভ, দ্য মিশন, দ্য মেডিসিন ম্যান, জাঙ্গল বুক এবং ফার্ন নামক সিনেমাগুলি দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন; প্রতিটিই লোককথা বা লোকসাহিত্যের আদলে প্রস্তাবিত।^{১০}

তথ্যসূত্র :

- ^১ সেনগুপ্ত, পল্লব. ২০১৭. লোককথার অন্তর্লোক. কলকাতা : সাহিত্য প্রকাশ. পৃষ্ঠা-২
- ^২ https://en.wikipedia.org/wiki/Hans-Christian_Andersen (accessed/retrieved/updated on 8th March, 2024)
- ^৩ জানা, কিশলয় (সম্পা:) ২০২০. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী টুনটুনির বই. কলকাতা : জয়শ্রী প্রকাশনী. পৃষ্ঠা-৫৫
- ^৪ https://literature.britishcouncil.org/writer/Yann_Martel (accessed/retrieved/updated on 28th March, 2024)
- ^৫ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chronicles_of_Narnia:The_Lion_the_witch_and_the_wordrobe (accessed/retrieved/updated on 28th March, 2024)
- ^৬ https://www.Scientificamerican.com/article/why_everyone_should_read_harry_potter (accessed/retrieved/updated on 28th March, 2024)
- ^৭ মজুমদার, দিব্যজ্যোতি. ২০০৫. বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স. কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার. পৃ:- ১১
- ^৮ বিশ্বাস, অচিন্ত্য. ২০০৬. লোকসংস্কৃতিবিদ্যা. কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স. পৃ:-১০৭
- ^৯ Clair, Colin. 1967. Unnatural History : An Illustrated Bestiary. Abelard-Schuman: United States of America.P-192
- ^{১০} [https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_\(2009_film\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film)) [accessed/retrieved/updated on 28th March, 2024]

লেখক পরিচিতি :

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী
Mail id : sampanch@gmail.com
sampan@bhu.ac.in

Notes for Contributors

We accept contributions in four categories for the Journal of Kolkata Society For Asian Studies :

- **Research Articles :**
The original research papers submitted for consideration should not exceed 7000 words. It includes figures, charts, tables and references and excludes the abstract, key words and the bio-note of the author/s. Papers based on scientific study, review articles written in correct English and Bangla will be considered for publication.
- **Research Notes :**
Informal items of topical interest (maximum 5000 words including endnotes and bibliography).
- **Reports :**
Based on any survey or field study approved by any recognised University or Authorised research organization (maximum 5000 words including endnotes and references).
- **Reviews of Social Science Scholarship :**
Books, Journals and other media (maximum 800 words), are also invited for reviews in the Journal.

Style Sheet for Research Article

1. Manuscripts should be submitted in duplicate (hard copy) along with a softcopy. All correspondences regarding manuscripts should be submitted to :
The Editor, Kolkata Society for Asian Studies.
Postal Address : 3/25/1, R. K. Chatterjee Road, Kolkata-700042
Phone +91 9432490361
Email : kspublication1@gmail.com
Copy to : ksasianstudies@gmail.com
2. Manuscripts should be typed using a word-processing program like MS.
Word with .doc/.rtf extension and also in pdf. format. Type the manuscript on one side of the paper. Leave double space between the lines, extra space between the sections and keep 1 inch (2.54 cm.) margins on all four sides of the paper.

3. Abstract should be provided before the article.
4. The number of Key Words should be up to 10.
5. The contributor's affiliations and his/her complete mailing address must be given at the end of the manuscript.
6. Endnotes should follow numerical order. Try to avoid footnotes.
7. As the journal will be mainly printed in Black, the authors are requested to make the charts, graphs and tables using Black and White combination only.
8. The references should be like :
 - i. Embedded references (Phillipson 1992: 144)
 - ii. Multiple references placed in alphabetical order '(Ellis 1994:10; Lenneberg 1967: 7; Pinker 1994: 54)'
 - iii. Multiple references of the same author published in the same year arranged serially '(Pattanayak 2000a, 2000b)'

The detailed style of referencing follows :

a. Books :

Wirsing, G. 1972. *Indian Experiment: Key to Asia's Future*. Calcutta: Orient Longman.

Liu, J., H. A. Ross and D.P. Kelly. 2000. *The Ethnographic Eye: An Interpretative Study of Education in China*. New York : Falmer Press.

b. Articles in Edited Volumes :

Atkinson, J. M. 1987. Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion. In: R.S. Kipp and S. Rodgers (eds.), *Indonesian Religions in Transition*. pp. 171-86. Tucson: University of Arizona Press.

c. Articles in Journals :

Sonntag, S. K. 1996. 'The Political Saliency of Language in Bihar and Uttar Pradesh', *Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 34 (2): 1-18.

d. Edited and Translated Volumes :

Zakaria, H. A. and H. A. Crouch (eds.). 1985. *Military-Civilian Relations in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press.

Becker, C. 1923. *Early History of the Catholic Missions in Northeast India (1598-1890)*, edited and translated by F. Leicht and S Karotemprel. 1989. Shillong: Vendrame.

e. Unpublished Works :

Kurasawa, A. I. 1988. 'Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java, 1942-1945.' (2 vols.)

Unpublished Ph.D. dissertation. Ithaca: Cornell University.

Mullins, D. 2001. 'Land reform, poverty reduction and HIV/AIDS'. Paper presented at

the Southern African Regional Poverty Network conference on Land Reform and Poverty Alleviation in the Region, Pretoria, 12-14, March.

f. Primary Source Citations :

The location of the archive (the name of the town/village/city) and the country must be mentioned. Materials from personal archive should contain the name and location of the collector. If an audio/ audiovisual material is being used, the date/time and location of the recordings should be specified.

g. Website Citation :

<http://en.mastersinleiden.nl/programmes/history-arts-and-culture-of-asia/en/introduction> (accessed/retrieved/updated on 5th May 2014)

Other specifications :

- i. Use double quotation marks where necessary. Single quotation marks should be used only for a quotation within a quotation.
- ii. In the text, the words from a regional language other than English which appear in a commonly used dictionary must be italicized. Proper names from all the countries and terms like 'et al.', 'ibid.', 'vis-a-vis' etc. should be written in Roman alphabet.
- iii. A stop should be used after abbreviations ('ed.', 'vol.' etc.), contractions ('Dr.', 'Prof.' etc.) and between initials (as in 'J.S. Karan'). Do not use a stop in a contraction in capital ('UNESCO', 'USA' etc.).
- iv. In the text, the numbers from one to nine should be in words rather than figures. However, 10 and above can remain in figures. Use 'thousands' and 'millions', avoid 'crores' and 'lakhs'. Dates and page numbers should be in full forms (like '2002-2007' and 'pp.125-127').
- v. Attach each figure and table on a separate sheet of paper at the end of the article and arrange them serially. The titles should be short and crisp.
- vi. Figures, tables, charts, graphs or photographs reproduced from any other source must obtain Copyright permission before reproduction.
- vii. Diacritical marks should be consistent.

Glosses and Translations of Examples :

1. Language specific examples must be provided in International Phonetic Alphabet (IPA) or in Roman alphabet.
2. Examples from various languages other than English should be translated. Some examples may require a translation along with a word-for-word or morpheme-by-morpheme gloss.

3. The translation and the gloss should be placed under the example with proper indentation and alignment (in case of word-for-word or morpheme-by-morpheme gloss).
4. The grammatical categories in a gloss must be abbreviated

For example,

- a) adʒ ɔnek brʃti hoyetʃhe.
today lot rain be-pr.pf.3rd
'Today there was heavy shower.'
- b) boneder tʃhobi.
sister-gen.pl. picture
'Sisters' picture.'

5. The abbreviations must be given in a separate list.

The paper/s submitted for consideration should not have been published before or under consideration for publication, anywhere in any language. The work must be approved by its author and the co-authors and also by the authorities of the place where the research was done. If the paper is accepted for publication in the present journal, it must not be published anywhere in any language without the proper written consent of the copyright holder.

For Papers in Bangla

The same style sheet should be followed for papers written in the Bangla language. Bangla font 'Avro – Nirmala UI' is preferred.

Off Prints : The first author of each paper will receive 10 off prints free of cost.

Notifications

This is to inform you that the Journal of Kolkata Society for Asian Studies accepts newly published book for its Review section.

The authors, who wish to get their books reviewed, should submit their books both in hard copy and soft copy. In absence of soft copy, the hard copy needs to be submitted in duplicate.

It is essential to submit the book with a covering letter clearly mentioning the purpose of submission. Kindly note that the book submitted for review will not be returned to the Author.

Kindly send the hard copies of the book to the following address: The Editor, Kolkata Society for Asian Studies.

Postal Address:
3/25/1, R. K. Chatterjee Road,
Kolkata 700042
Phone: ++919432490361

Kindly send the soft copy of the book to the following
Email Ids. prof.ranjana.ray@gmail.com
debasusharmistha@gmail.com

Copy to: kspublication1@gmail.com

RECENT PUBLICATION

Relevance of the Universal Mission of the Bengali Renaissance for a Sustainable Future for India and the World.

Editor: Kalyan Kumar Chakravarty, Sarmistha De Basu
Year 2024 Published by Kolkata Society for Asian Studies © Editor
ISBN: 978-81-955545-3-9

Banglar Nabajagaraner Prasangikata o Bishwavratrittwabodh

Editor: Kalyan Kumar Chakravarty, Sarmistha De Basu
Year 2024 Published by Kolkata Society for Asian Studies © Editor
ISBN: 978-81-955545-6-0

Traditional Clay-Arts of Bengal: A Comprehensive Museological & Folkloric Study

Author: Arpita Basu

Year 2023 : Published by Kolkata Society for Asian Studies © Author
ISBN: 978-81-955545-2-2

Exploring the Saga of India-Nepal Relations: Juxtaposing Issues of Convergence and Divergence

Editors: Tridib Chakraborti Sarmistha De Basu
Year 2023 Pub: Kolkata Society for Asian Studies © Kolkata Society for Asian Studies
ISBN: 9788195554508

Research Methodology: Tools & Techniques in Social Science

Editors: Durga Basu Asmita Basu
December, 2022 Pub: Setu Prakashani, Kolkata Delhi © Kolkata Society for Asian Studies
ISBN: 9788195706051

Cultural Exchange through Folklore

Volume 1 and Volume 2

Editors: Sarit K. Chaudhuri Sarmistha De Basu Arpita Basu
Pub: Serials Publications (P) Ltd, New Delhi
© 2022, Kolkata Society for Asian Studies & Serials Publications (P) Ltd
ISBN: 9789391844035

Indian Relations with Sri Lanka and Maldives

(A Collection of Research Articles)

Editor: Sarraastha De Basu Pub: Kolkata Society for Asian Studies December: 2021
Paper Back Edition, ISBN: 978-81-955545-1-5
E-Book Kindle Edition, ASIN : B09N2QB2NZ

Contours of India's Act East Policy: Opportunities, Challenges and Futuristic Trend of Indo-ASEAN Partnership

Editors : Archita Ghose & Sarmistha De Basu
June : 2021 Pub: Kolkata Society for Asian Studies
ASIN : B097NL92S2
E-Book, File size: 2386 KB/ Kindle Editlon

Published by Kolkata Society for Asian Studies, Postal Address : 3/25/1, R.K. Chatterjee Road, Kolkata- 700042
Phone : +91-9432490361
Email : Ksasianstudies@gmail.com kspublicationl@gmail.com
Website: www.kolkatasocietyforasianstudies.com www.jrksas.org

Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006

Price: Rs.500.00